নিরাপত্তা বার্তা

জাতীয় সুরক্ষা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ শাখা

National Safety Council, West Bengal Chapter

(সম্পূর্ণ বিনামূল্যে জনসচেতনতার জন্য প্রচারিত)

বিগত ২০.১২.২০২৩ তারিখে ন্যাশনাল সেফটি কাউন্সিল, পশ্চিমবঙ্গ চ্যাপ্টার occupational Health and Safety এই শীর্ষক একটি সেমিনার এর আয়োজন করে ডিরেক্টরেট অফ ফ্যাক্টরীস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায়। Sri R.N. Mookerjee Hall, Institute of Engineers (India) তে সেমিনারটি আয়োজন করা হয়েছিল। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন Chief Inspector of Factories শ্রী **আশিস্ কুমার শিট** মহাশয় এবং **National safety council, West Bengal Chapter** এর Chairman **শ্রী গৌতম রায়** ও Vice Chairman **শ্রী দেবর্ষি দত্তগুপ্ত** মহাশয়। সেমিনারে Joint Chief Inspector of Factories **শ্রী শান্তনু ব্যানার্জী, Dr. Monalisa Sahu,** Associate Professor & Head AIIHPS Kolkata যথাক্রমে Safety এবং Occupational Health এর উপর অত্যন্ত জরুরী বক্তব্য রাখেন।

সেমিনারে একাধিক বিশেষজ্ঞ **Dr. K.N. Sen, Dr. Priyanka Roy, Sri Animesh Pramanik** মূল্যবান আলোচনা করেন। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন **NSC, WB Chapter** অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী দেবব্রত রায়চৌধুরি মহাশয়। সমগ্র সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন **NSC, WB Chapter** এর সেক্রেটারি শ্রী অরূপ গোস্বামী মহাশয়।

কথোপকথন

(এবারের জাতীয় সুরক্ষা দিবসের থিম কে নিয়ে)

অরূপ গোস্বামী

(সদ্য ডিপ্লোমা পাশ করে Safety Course এ ভর্তি হয়েছে দুই যুবক তাদের মধ্যে খন্ডিত কথোপকথন)

বিপুল - এবারের Safety ডে -র থিমটা কি যেন ? কিছুতেই মনে থাকে না।

অসিত - Focus on Safety Leadsership for ESG Excellence.

বিপুল - ঠিক ঠিক। প্রথমটুকু তো বুঝলাম। কিন্তু ESG টা কি ? আগে তো EHS- Environment Health Safety শুনেছিলাম।

অসিত (একটু হেসে) — Environmental, Social and Governance

বিপুল - সব্বোনাশ ! কি বলতে চাইছে রে ?

অসিত - আরে বাবা তুই CSR অর্থাৎ Corporate Social Responsibility তো জানিস।

বিপুল - তা জানি। এইতো সেদিন আমাদের গ্রামে একটা কারখানা ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প করেছিলো।

অসিত - এই CSR ব্যাপারটার সঙ্গেই পরিবেশ রক্ষার ভাবনাকে জুড়ে দিয়েই ESG র উৎপত্তি।

বিপুল -আর একটু খুলে বল ভাই।

অসিত - TVতে প্রায়িই বলে শুনিস না আমাদের গণতন্ত্রের চারটি স্তম্ভ অর্থাৎ Pillar । ঠিক তেমনি ESG দাঁড়িয়ে আছে তিনটি Pillar এর উপর।প্রথমটি হলো Environmental অর্থাৎ সব শিল্প কারখানা কেই দায়িত্ব নিতে হবে যাতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। যেমন Carbon Emission, Spills, Waste, Pollution কমাতে হবে। জল, জঙ্গলের ক্ষতি করা যাবে না। রিসাইক্লিং বাড়াতে হবে Renewable Energy ব্যবহার করতে হবে। বুঝলি ?

বিপুল - বুঝলাম। তারপর ?

অসিত - দ্বিতীয় Pillar টি Social। অর্থাৎ সামাজিক দায়। আমি যে পণ্যটি বানাচ্ছি সেটি যেন গুণমানে সঠিক হয়। আমার কারখানায় যেন শ্রমিক কর্মচারীরা সুরক্ষিত থাকেন। দুর্ঘটনা না ঘটে। মানবাধিকার যেন লঙ্ঘিত না হয়। মেয়েরা যেন নির্ভয়ে কাজ করে। এ সব করলে হয় কি আশপাশের এলাকার উন্নয়নেও ছাপ পড়ে। সমাজ বাদ দিয়ে তো কিছু হয় না।

বিপুল - আর তৃতীয়টি ?

অসিত - সেটি হলো Governance Pillar । Governance বলতে বোঝায় একটি Organisation এর internal policy কি আছে ? সে কি নৈতিক মানদন্ড অর্থাৎ Ethics নিয়ে চলবে ? সে দেশের নিয়মকানুন গুলিকে মেনে চলবে কিনা ? সে তাঁর Customer, Employee এর প্রতি সঠিকভাবে দায়বদ্ধ কিনা ? সে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পারছে কিনা ? সে risk management করে কিনা ? Good Governance ভীষণ প্রয়োজন।

বিপুল - বাঃ দারুন বলেছিস। আর একটু বল।

অসিত -আর বলব না। অনেক বলেছি। এবার Google দেখে নে। তুই কি বুঝলি সেটা বল।

বিপুল -বুঝলাম গোটা বিষয়টাই একটা Philosophy। সঠিক সেফটি স্ট্যান্ডার্ড মেনে চললে কোম্পানির স্থায়িত্ব যেমন বাড়বে ঠিক তেমনি সমাজ, পরিবেশেরও ভালো হবে। সবাই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। একটা বাদ দিয়ে আর একটা হবে না।

অসিত -এই তো চমৎকার বলেছিস। তাহলে বলতো তোর, আমার, কারখানার কি করণীয়।

বিপুল - সে আর আমি নতুন কি বলব ? এতো সুকান্ত ভট্টাচার্য-ই বলে গেছেন সেই কবে।

অসিত -(একটু চমকে) - কি বলতো ?

বিপুল -(উদাত্ত কন্ঠে)

"এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি। নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার"।

(দুজনেই হেসে ফেলে। সুবর্নরেখা নদীতে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে)।

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মুখ্য কারখানা পরিদর্শক শ্রী আশিস্ কুমার শিট

কারখানায় AI অর্থাৎ আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স (কৃত্রিম মেধা) নিয়ে দু-চার কথা

সম্প্রতি একজন বিশিষ্ট সুরকার তাঁর পরবর্তী সিনেমাতে AI প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে প্রয়াত শিল্পীদের কন্ঠ ব্যবহার করতে চলেছেন বলে জানা গেছে। এতে বেশ খানিকটা হৈ চৈ পরে গেছে। পক্ষে বিপক্ষে অনেকেই বলছেন। আমরা অল্প বয়সে যেমন পড়তাম বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ সেরকম অনেকটা। AI ব্যবহার করা নৈতিক ভাবে ঠিক বা বেঠিক এ নিয়ে চর্চা চলতেই থাকবে। তবে বর্তমানে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাতে **(Occupational Health and Safety)** তে AI এর ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। এর সুফলের দিকটা অস্বীকার করলে কিন্তু চলবে না। AI তে সাধারণ ভাবে আমরা জানি বিভিন্ন ধরনের Tools বা উপকরণ যেমন Sensors, Drone, Robotics, Analytic Software, Mobile apps ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। যেমন ধরুন Drones দিয়ে নির্মান শিল্পে (Construction Industry) Site Inspection তো অনেক ক্ষেত্রেই করা হয়। এতে কি কি সমস্যা বা বিপদ লুকিয়ে আছে তা আগাম জানতে পারা যায়। এতে শ্রমিকদের অহেতুক বিপদের মুখে ঠেলে ফেলা এড়ানো সম্ভব। আবার মনে করা যাক কারখানার ভিতরে এমন একটি সেকশনে একজন শ্রমিক কাজ করছেন যেটি অত্যন্ত গরম এলাকা বা Hot Zone হিসাবে চিহ্নিত। সেখানে যদি সেই শ্রমিকটিকে এমন একটি Wearable Sensor দেওয়া হয় যেটি শরীরের তাপমাত্রা, হার্টরেট এগুলি মাপবে। তাহলে কিন্তু সেনসর-এ কোনরকম বিপদের আভাস পেলেই খুব দ্রুত বিপদ থেকে শ্রমিকটিকে উদ্ধার করা সম্ভব। অর্থাৎ Occupational Health Monitoring করা যায়।

একটি বৃহৎ শিল্পে প্রতিটি শ্রমিকের কর্মপদ্ধতি Track করা সম্ভব নয়। এখন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে AI Powered Sensor এবং ক্যামেরা দিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে Work Place Monitor করা হয়। এর ফলে Unsafe Condition এবং Unsafe Act কমানো যায়। দরকার পড়লে Alert করে ব্যক্তিগত আঘাত / (Injury) এবং দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। AI কাজে লাগিয়ে একেবারে নির্জন এলাকায় বা কারখানার প্রত্যন্ত প্রান্তে কর্মরত কোন শ্রমিককে দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা নির্দেশ দিতে পারা যায়। এমন কি Worker Training করাও সম্ভব। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর মহিলা এখন কারখানায় কাজ করছেন। AI কে সঠিকভাবে ব্যবহার করে ওয়ার্ক প্লেস হ্যারাসমেন্ট বিশেষকরে মহিলাদের ক্ষেত্রে একেবারে শূন্যে নামিয়ে আনা যেতে পারে। এছাড়াও বিশেষজ্ঞরা বলেন Automated Safety Checks, Risk Assessment, Data Analytics and Documentation. Emergency Response, Predictive Maintenance, Safety Training ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই AI প্রযুক্তি সাহায্য করতে পারে।

তবে যেটা না বললেই নয় যে পুরো ব্যাপারটির মধ্যেই যেন স্বচ্ছতা (Transparency) থাকে। নৈতিকতার মানদন্ড এবং ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্যের অধিকার যেন কোনভাবেই লঙ্ঘিত না হয়। এমনিতেই AI মানুষের আবেগ, অনুভূতি এবং সৃষ্টিশীলতাকে অনেকটাই কেড়ে নিচ্ছে বলে অনেকে বলে থাকেন।

—o—

২০/১২/২০২৩ সেমিনারে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ

Safety কমিটি

অনেকেই জানতে চান Safety কমিটি নিয়ে **West Bengal Factories Rules, 1958** এ কি বলা আছে। কারখানা অধিকার বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সৌজন্যে এ সংক্রান্ত বিষয়টি নীচে দেওয়া হলো।

Rule-63C Safety Committee :

১) প্রত্যেক কারখানায় - (ক) যে কারখানায় ২৫০ বা তার বেশী কর্মচারী কাজ করে, (খ) যেখানে Dangerous operation এর কাজ হয় এবং (গ) যে সমস্ত কারখানায় Hazardous Process এর কাজ হয়, সে সমস্ত কারখানায় অবশ্যই সেফটি কমিটি থাকতে হবে। ২) Safety Committee তে Management এর প্রতিনিধি থাকবে :- (ক) Senior Executive বা যিনি সর্বোচ্চ পদে আছেন তিনি হবেন কমিটির চেয়ারম্যান। (খ) Safety Officer এবং কারখানার মেডিক্যাল অফিসার কমিটির সদস্য থাকবেন। Safety Officer হবেন Secretary। (গ) Production, Maintenance, Purchase এবং Personnel Department থেকে এক জন করে প্রতিনিধি থাকবেন। ৩) বেশীর ভাগ Shop ফ্লোরের কর্মচারী কমিটিতে থাকবেন। (৪) কমিটির কার্যকাল দু বছর। (৫) কমিটির মিটিং যখন প্রয়োজন তখন হবে কিন্তু অন্ততপক্ষে তিন মাসে এক বার মিটিং করতে হবে। মিনিটস্ নথিভুক্ত করতে হবে এবং Inspector দেখতে চাইলে তা দেখাতে হবে। (৬) 'Safety, Committee' র Safety, Health hazards and Accident সংক্রান্ত তথ্য ম্যানেজারের কাছে জানার অধিকার আছে। (৭) Safety Committee র কাজ এবং দায়িত্ব – (ক) Health and Safety Policy -র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের জন্য সহযোগিতা করা। (খ) Health, Safety and Environment এর সমস্যা সমাধানের জন্য সহযোগিতা করা। (গ) কর্মচারীদের সুরক্ষা সচেতনতা বাড়ানো। (ঘ) সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা। (ঙ) On Site emergency plan and diaster control নিয়ে আলোচনা করা।

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন NSC, WB চেয়ারম্যান - শ্রী গৌতম রায়

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন NSC, WB ভাইস চেয়ারম্যান - শ্রী দেবব্রত রায় চৌধুরী

জাতীয় সুরক্ষা দিবস, ২০২৩

CASE STUDY

(Improper inadequate ambigous labelling)

সেদিন অফিসে বসে আছি হঠাৎ বাদল দা এসে হাজির। আমার গম্ভীর মুখ দেখে বললেন কি হয়েছে রে ? বললাম আর বলো না একজন শ্রমিক জল ভেবে একটি জ্যারিকেন থেকে ফরম্যালিন খেয়ে মারা গেছে। এ জন্য মনটা খুবই খারাপ। নিশ্চয়িই লেবেলিং ছিল না বা ভুল করে কেউ অন্য জায়গায় জ্যারিকেনটা রেখে গেছে বাদল দা বলে উঠলেন। আমি শুধু বললাম হ্যাঁ। ফস্ করে ব্যাগ থেকে একটি ম্যাগাজিন বের করে বাদল দা বললেন - শোন, একটি ঘটনা পড়ে শুনাচ্ছি। ৫০ বছর আগের ঘটনা। hazardous chemicals এর container এ improper labelling থাকলে কি হয়। বাদল দা পড়া শুরু করলেন –

"Some Workmen were using a tin of primer and as the primer was found to be thick, they were advised to heat the tin. There were no instructions on the tin except on how the thinner was to be applied. So, when heated, the tin blew up, the room exploded, tearing the roof and the men. The primer contained 40 percent naptha thinners and 8 percent low octane petrol". দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

শব্দ দূষণ

শব্দ দূষণের বিষয়টি এখন প্রায় সবাই জানেন। অনুভূতির দিক থেকে বিচার করলে শব্দকে আমরা Musical Sound (সুরযুক্ত শব্দ) এবং Noise (সুরবর্জিত শব্দ) এই দুভাগে ভাগ করতে পারি। সাধারণতঃ উচ্চমাত্রার অবাঞ্ছিত শব্দ, শ্রুতিকটু শব্দ, খুব জোর আওয়াজ এগুলি Noise Pollution এর মূল কারণ। আমরা জানি শব্দ একধরনের wave বা তরঙ্গ এর তীব্রতা বা প্রাবল্য মাপা হয় ডেসিবেল (dB) নামক লগারিদমিক ইউনিটে মোটামুটি ভাবে বলা হয় ৭০ ভেসিবেল পর্যন্ত শব্দের তীব্রতা আমাদের পক্ষে সহনীয়। এর থেকে শব্দের তীব্রতা যত বৃদ্ধি পাবে এবং যত বেশি সময় ধরে আমরা তা শুনব তত আমাদের ক্ষতি। শব্দের প্রভাব কিন্তু সরাসরি আমাদের ব্রেন এবং নার্ভাস সিস্টেমের উপর পরে। কলকারখানায় যে সমস্ত শ্রমিকেরা কাজ করেন উচ্চমাত্রার শব্দে দীর্ঘদিন কাজ করলে ধীরে ধীরে সাময়িক বধিরতা (temporary hearing loss) এমন কি স্থায়ী বধিরতার (permanent hearing loss) শিকার হতে পারেন। মানুষের শরীরের উপর Psychological (যেমন ঘুমের ব্যাঘাত, বিরক্তি, অল্পতেই রেগে যাওয়া, একাগ্রতা কমে যাওয়া ইত্যাদি) এবং Physiological (যেমন ব্লাড প্রেসার বৃদ্ধি। দ্রুত heart beat, Neurosis বা ঘূর্নি রোগ, সব সময় মাথা ধরা ইত্যাদি)এই দুরকম প্রভাব পড়ে। Factories Act, 1948-এ এইসব কারণে Noise induced hearing loss অর্থাৎ শব্দজনিত বধিরতা কে Factories Act, 1948 এ Third Schedule এ Notifiable disease হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পাশাপাশি West Bengal Factories Rules, 1958 এ Rule-94 এর মধ্যে Schedule XXIX এ Operation involving high noise level এই শিরোনামে কারখানা কর্তৃপক্ষকে কি করতে হবে সে ব্যাপারে বিস্তারিত বলা আছে। খুব ছোট্ট করে বলতে গেলে বলা যায় প্রথমে ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোল করে শব্দের প্রাবল্য কমাতে হবে। এটা দু জায়গায় কমাতে হবে অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তিস্থলে (Noise Control at the Source) আর সম্ভব হলে শব্দের গতিপথে (transmission path)।

দ্বিতীয়টি হলো Noise Control at the Receiver end অর্থাৎ যে শ্রমিকটির কানে শব্দ গিয়ে পৌঁছাচ্ছে সেখানে। এটা অনেকভাবেই করা যায় একটি হলো উচ্চমাত্রার শব্দ যুক্ত স্থানে শ্রমিকটির কাজ কারবার সময়টিকে কমিয়ে দিয়ে অর্থাৎ Exposer Time টাকে কমানো। আর অন্যটি হলো শ্রবণশক্তি রক্ষার জন্য (Ear Plugs) ইয়ার প্লাগ এবং ইয়ার মাফ (Ear Muffs) ব্যবহার করা। এতে ১৫ থেকে ২০ ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দের প্রাবল্য কমানো যেতে পারে।

নীচে প্রস্তাবিত Model Rules under the Factories Act, 1948 এ Permissible Noise level এর একটি চার্ট দেওয়া হলো। এছাড়া আগ্রহী পাঠকেরা IS-3483-Code of Practice for noise reduction in Industrial Buildings দেখতে পাবেন।

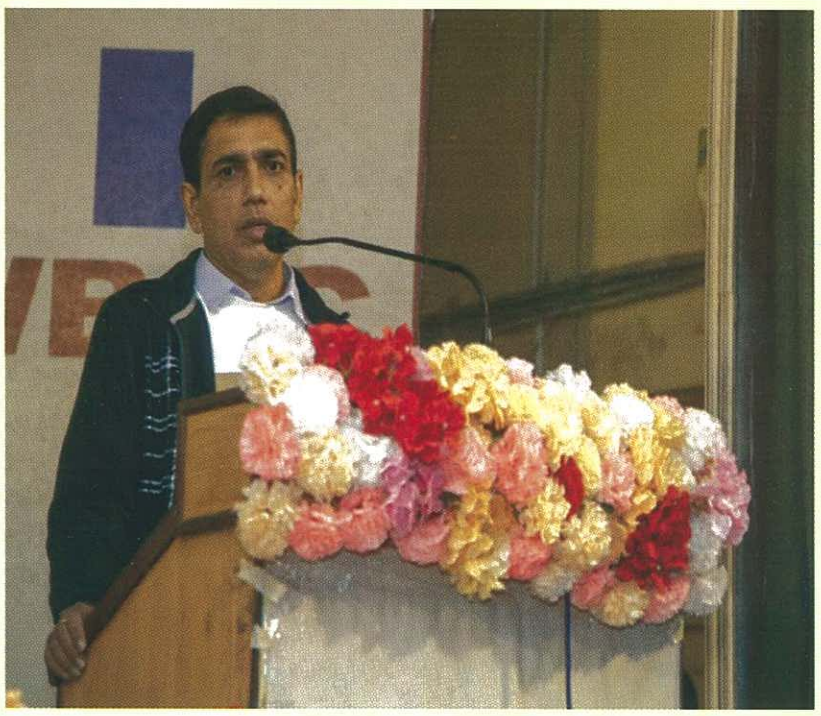

বক্তব্য রাখছেন NSC, WB সেক্রেটারি
শ্রী অরূপ গোস্বামী

4th March, 2023 প্রতিনিধিরা

CHART

Permissible exposure in of continuous noise

Total time of exposure continuous short term exposures)	Sound pressure level in or a number of dBA per day, in hours
8	85
6	87
4	90
3	92
2	95
1½	97
1	100
¾	102
½	105
¼	110

Permissible exposure levels of impulsive or impact noise

Peak sound| pressure level in dB	Permitted number of impulses or impact per day
140	100
135	315
130	1,000
125	3,160
120	10,000

জাতীয় সুরক্ষা পরিষদ সম্পর্কে দু-একটি কথা

১৯৬৫ সালে দেখা যায় যে আমাদের দেশে দুর্ঘটনার সংখ্যা খুব বেশী রকম বাড়ছে। বিষয়টি সংসদেও আলোচিত হয়। ফলত ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন **রাষ্ট্রপতি ডঃ এস. রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে শিল্পে নিরাপত্ত সংক্রান্ত একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।**

এই সম্মেলনে শিল্পে দুর্ঘটনা রোধ করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ, ট্রেড ইউনিয়ন ও সরকারের দায়িত্বের উপর জোর দেওয়া হয়। সরকারের অনুমোদন ও সহায়তা এবং শ্রমিকদের সক্রিয় সহযোগিতার ভিত্তিতে শিল্প নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের - ঐ সম্মেলনে এই নীতি গৃহীত হয়।

এই সম্মেলনে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের জন্য দেশে একটি স্বেচ্ছাসেবী উপদেষ্টা সংস্থা গঠন করা হবে যাঁর নাম হবে **"ন্যাশনাল সেফ্‌টি কাউন্সিল"** এবং যার হেড অফিস হবে বোম্বাইতে। এই কাউন্সিলের প্রধান লক্ষ্য হবে দুর্ঘটনা ও পেশাগত রোগ রোধ করার জন্য জাতীয় স্তরে নিরাপত্তার সচেনতা, উন্মেষ এবং উন্নতির জন্য বিভিন্ন কার্য্যসূচী প্রনয়ন করা নিরাপত্তাধীন কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য স্বেচ্ছায় বিভিন্ন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে এই কাউন্সিল সবরকমের সাহায্য ও সহযোগিতা করবে।

সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী **৪ঠা মার্চ ১৯৬৬** বোম্বের সেন্ট্রাল লেবার ইনস্টিটিউট হেড অফিস করে ন্যাশনাল সেফ্‌টি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠা দিবসকে স্মরণ করার জন্যই আমাদের দেশে প্রতি বছর **৪ঠা মার্চ "জাতীয় সুরক্ষা দিবস"** হিসাবে উদ্‌যাপিত করা হয়।

উল্লিখিত লক্ষ্যগুলি বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় সুরক্ষা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ শাখা স্থাপন করা হয়।

এই শাখার মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ ঃ-

(ক) বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য কর্মক্ষেত্রে নিরাপদভাবে কাজ করার জন্য নিরাপত্তামূলক এবং স্বাস্থ্যকর নিয়ম প্রণালী রচনা করা এবং জনসাধারণের জন্য নিরাপত্তার সংস্কারমূলক নীতির প্রসার করা। (খ) সেমিনার, কর্মশালা, দলগত আলোচনা এবং বিতর্ক সভার মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে নিরাপত্তার বাণীকে প্রচাপ করা। (গ) নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তাকে সর্বজনীন করার উদ্দেশ্যে – নিরাপত্তামূলক পুস্তক-পুস্তিকা পত্রিকা এবং পোষ্টার ইত্যাদি প্রকাশ করা।

বক্তব্য রাখছেন শ্রী দেবর্ষি দত্তগুপ্ত
Vice Chairman, NSC, WB

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম
(Personal Protective Equipments)
শ্রমিক সুরক্ষায় PPE-র ভূমিকা অনস্বীকার্য PPE কেনার আগে এ সংক্রান্ত ভারতীয় মানদন্ড কি আছে তা জানার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু IS Code নীচে দেওয়া হলো।

Head

IS 2925:1984	Specification for Industrial Safety Helmets.

Eye, Face and Ear

IS 1179:1967	Equipment for Eye and Face Protection during Welding
IS 8521:Part 1:1977	Industrial Safety Faced Shields Part 1 with plastic visor
IS 8521:Part 2:1994	Industrial Safety Face Shields Part 2 with wire mesh visor
IS 9167:1979	Specification for Ear Protectors
IS 5983:1980	Specification for Eye Protectors

Arm & Hand

IS 4770:1991	Rubber Gloves - Electrical Purposes
IS 8807:1978	Guide for selection of Industrial safety equipment for protection of Arms and Hands.
IS 6994:Part 1:1973	Specification for Industrial Safety gloves Part 1 Leather and Cotton Gloves.
IS 2573:1986	Specification of leather, gauntlets and mittens.

Body

IS 8519:1977	Guide for selection of industrial safety equipment for body protection.
IS 8990:1978	Code of practice for maintenance and care of industrial safety clothing.
IS 4501:1981	Aprons, Rubberized Acid and Alkali Resistant.
IS 15071:2002	Chemical Protective clothing Specification.

Feet and Legs

IS 6519:2021	Code of Practice for selection, care and repair of safety protective and Occupational footwear.
IS 5557:2004	Safety Rubber boots.
IS 5852:2004	Protective Steel Toe caps for Footwear.

Other

IS 11057:1984	Industrial Safety Nets
IS 3521:1999	Industrial safety belts and hardness specification.
IS 6685:2009	Life jackets.
IS 4355:1977	Fire resistance Brattice cloth.

Respiratory PPE

IS 8523:1977	Respirators, canister tyre (gas masks).
IS 9473:2002	Respirator, Protecting Devices - Filtering Half Masks to protect against Particles. Respiratory protective devices.
IS 14166:1994	Full face masks |(specification)
IS 15803:2008	Respiratory Protective Devices-Self contained closed circuit breathing Apparatus chemical Oxygen (KO_2) Type.
IS 10245 Part 1:1996	Breathing apparatus Part 1 closed circuit.
IS 10245 Part 2:1994	Breathing apparatus Part 2 open circuit.
IS 10245 Part 3:1999	Fresh Air Hose and Compressed Air line breathing apparatus.
IS 10245 Part 4:1996	Escape breathing apparatus (short duration self contained type).

যোগাযোগের ঠিকানা -
জাতীয় সুরক্ষা পরিষদ
(National Safety Council of India)
Plot No. 98-A, Institutional Area, Sector-15,
CBD Belapur Navi Mumbai, Maharashtra-400614
Websisde : nsc.org.in
জাতীয় সুরক্ষা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ শাখা
National Safety Council, West Bengal Chapter
C/o. চীফ ইন্সপেক্টর অফ ফ্যাক্টরীজ, ওয়েস্ট বেঙ্গল
নিউ সেক্র্যাটরিয়েট বিল্ডিং (অষ্টম তল)
১, কিরণ শংকর রায় রোড, কলিকাতা-৭০০০০১
ফোন - ২৮-৬২৭১ - এক্সটেনন-১৪১

Membership এর জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে nsc.org.in Website এ membership এই শিরোনাম এ দেখুন এবং online application করুন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ NSC, (India) এবং Directorate of Factories, W.B.